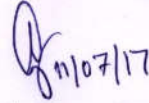


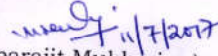
Date: 11.07.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ekdin, a Bengali daily dated 11.07.2017, captioned 'ন'মাস ডাক্তার নেই, সমস্যায় 80 হাজার মানুষ'

The Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to submit a detailed report by 30th August, 2017.

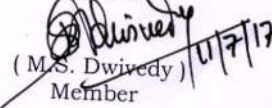


(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson



(Napanarajit Mukherjee)

Member



(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt.11.07.17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and uploaded in the website.

SDB Pradip Babu
Please up-
load immediately.
PKB
11/07/17

নমাস ডাক্তার নেই, সমস্যায় ৪০ হাজার মানুষ

মাজ চক্রবর্তী ● জগৎবল্লভপুর

১০-১২টি গ্রামের প্রায় ৪০ হাজার বাসিন্দা নির্ভরশীল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর। অথচ নমাস হয়ে গিয়েছে সেখানে কোনও চিকিৎসকই নেই। হাওড়ার জগৎবল্লভপুর গ্রামের মাজু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না-থাকায় গ্রামবাসীদের ন্যূনতম চিকিৎসার জন্য ছুটতে হচ্ছে জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা পাটলার গারোড়িয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। উত্তর মাজু, দক্ষিণ মাজু, মাছসুরালি, চোংঘুরালি, মটলগাছি, সক্ষে শামবাটি-সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে গ্রামীণ হাসপাতাল ও পাটলা হাসপাতালের দূরত্ব কমপক্ষে ১০ কিলোমিটার। সাধারণ জ্বর, সর্দি-কাশি হলেও এতদূরে ডাক্তার দেখাতে মাওয়া ক্ষতান্ত অসুবিধেজনক বলে জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিজোগ, নমাসে আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তারও আগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব হত। আটটি শয্যা ছিল। কিন্তু, কোনও এক অজান্তকারণে, চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। প্রায় হাজার ৪০ মানুষ ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভর করেন। একজন ডাক্তারেরও সমস্যা হত। ডাক্তার দেখাতে অনেকক্ষণ লাইন দিতে হত। কিন্তু,



জরাজীর্ণ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই কোনও চিকিৎসা পরিষেবা।

ছবি: প্রতিবেদক

সেটুকুও এখন পাচ্ছেন না তাঁরা। গ্রামবাসীদের অভিজোগ, চিকিৎসক না-পাঠিয়ে দিনের পর দিন কৌশলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে রূপণ করে পেওয়া হচ্ছে। দিনেদুপুরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চত্বরে বসেছে মদের আসর। অভিযোগ বারবার জানানো সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রয়েছেন একজন মাত্র নার্স ও এক সহকারী। সন্ধ্যা সাধুর্থা নামে ওই

নার্স জানালেন, 'আমি একা কী করব। তাও বতটা পারি করি। কেটে গেলে ব্যাল্ডেজ বাঁধা, ট্রেট ডাক দেওয়া এসব করার চেষ্টা করি।' দক্ষিণ মাজুর বাসিন্দা গুণিমা বায়েন জানান, গর্ভবতী অবস্থায় সেখানে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি কার্ড ছাড়া আর কিছুই পাননি। গ্রামের বাসিন্দা অশোক সিং জানালেন, 'বিরক্ত হয়ে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

নমাস স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নেই। সমস্যায় ১০-১২টি গ্রামের হাজার চল্লিশেক বাসিন্দা। সরকারি উদাসীনতায় দাপট বাড়ছে হাতুড়েদের।

যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। ডাক্তার না-থাকায়, এলাকায় ভ্রমো ডাক্তারের রমরমা বাড়ছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই জগৎবল্লভপুর থেকে এক ভ্রমো ডাক্তার ধরা পড়েছিল।

এদিকে, হাসপাতালের এহেন অবস্থার সুযোগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অফিস ও হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। যদিও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভবানী দাস জানিয়েছেন, 'ওই হাসপাতালে যাতে চিকিৎসক পাঠানো হয় দ্রুত তার ব্যবস্থা করা হবে।' সুত্রের খবর, এলাকায় দৃষ্টি কার্যকলাপের দাপটেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে চাইছেন না কোনও চিকিৎসক।